জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২৩
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৩ জুলাই ২০২৩

❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ প্রকাশনায়: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

০৮ শ্রাবণ ১৪৩০
২৩ জুলাই ২০২৩

'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন ।

রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি-কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে দক্ষ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের সেবক হিসাবে কাজ করা সরকারি কর্মচারীদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। এ প্রেক্ষিতে নাগরিক সেবা সহজ, সুলভ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আরো বেশি জনবান্ধব ও আন্তরিক হতে হবে।

জনপ্রশাসনের সকল কর্মবিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীদের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী প্রয়াস, সেবা সহজীকরণ ও গঠনমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে ও সরকারের উন্নয়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' প্রদান একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। এ বছর উদ্ভাবনী কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'রূপকল্প ২০২১'-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর ন্যায় মেগা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সর্বোপরি সরকারের সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে করোনা অতিমারির সময়েও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল ছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ দৃশ্যমান।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২১০০ সালের মধ্যে বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণের সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সেবা প্রদানের মানসিকতার উপর এসকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এর সম্ভাবনাসমূহ জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারের সকল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' এবং উন্নত, সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

প্রতিমন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০১৬ সাল থেকে সরকারি কর্মচারীদের উদ্ভাবনী ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস পালন করা হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রদান করা হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক'। এটি একটি তাৎপর্যবহ উদ্যোগ। এর মাধ্যমে জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হচ্ছে, যা সরকারের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। এবারের জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'সবার আগে সুশাসন, জনসেবায় উদ্ভাবন'।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনকে ভিত্তি করে এদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই সরকারি কর্মচারীদেরকেও বঙ্গবন্ধুর এই দর্শনকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে। দিনে দিনে সেবার মানের উন্নয়ন হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও উন্নতি হবে। কারণ, জবাবদিহির ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যেমন কঠোর, তেমনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও আন্তরিক। সরকারি সেবা জনগণের নিকট সহজে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং প্রশাসনে গতি সঞ্চারের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে বর্তমান সরকার উদ্ভাবনী চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেছে। যার ফলস্বরূপ জবাবদিহি, উদ্ভাবন আর প্রযুক্তির সম্মিলিত প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছি। তাঁর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ হবে একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র। একটি দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও যুগোপযোগী কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার বা শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি দক্ষ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি সময়োপযোগী একটি উদ্যোগ। এর মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীরা দেশের ও জনগণের সেবা প্রদানে আরও উৎসাহিত হবেন। জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস, ২০২৩ উদ্‌যাপন-কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁরা এ বছর 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' বিজয়ী হয়েছেন তাঁদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফরহাদ হোসেন, এমপি

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের দার্শনিক প্রত্যয় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা ও সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়ন সাফল্যের রোল মডেল। রূপকল্প ২০২১ ও এমডিজি-এর সফল অর্জনের পরিক্রমায় এসডিজি অর্জনে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। ২০৪১ এর উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা ২০২২-২০৪১-এর উন্নয়ন কৌশল এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ইউক্রেন যুদ্ধ, করোনা মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবিলা করে বাংলাদেশ নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে সগর্বে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ বাস্তবতা। জাতি এগিয়ে চলেছে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে। বর্তমানে দেশের সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের অধিকাংশ সেবা ই-প্ল্যাটফর্মে প্রদান করা হচ্ছে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের উপাদানগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার ও এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গৃহীত হয়েছে নানা উদ্যোগ। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের 'শেখ হাসিনা মডেল'-এর আওতায় দেশকে গৃহহীন মুক্তকরণ, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলি টানেল, মেট্রোরেল, শতভাগ বিদ্যুতায়ন, শতাধিক অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি দেশের সমৃদ্ধির বার্তা প্রদান করে। দেশের সমৃদ্ধিতে তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগাতে এবং প্রতিটি গ্রামে শহরের সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জনপ্রশাসনের কর্মচারীগণ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন।

জনপ্রশাসনের প্রত্যেক কর্মচারীর সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো জনসেবা। সরকারি সেবাসমূহ গণমানুষের কাছে সহজলভ্য করার জন্য প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। এ ধরনের কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রবর্তিত 'জনপ্রশাসন পদক'-কে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক'-এ রূপান্তর এ পুরস্কারকে প্রদান করেছে অনন্য মর্যাদা। এবছরের 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' বিজয়ীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখ জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব হোসেন

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক প্রদান ও জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সারা বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন বললে অত্যুক্তি হবে না। জনগণের জন্য মানসম্মত সরকারি সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি কর্মচারীদের সময়োপযোগী উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী মানসিকতা প্রয়োজন। জনদুর্ভোগ লাঘব, সময় সাশ্রয় ও দীর্ঘসূত্রতা পরিহারের লক্ষ্যে যথাযথ নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন অপরিহার্য। জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করতে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' প্রবর্তন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের সংস্থাপন বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাঁদের কল্যাণে মনোযোগী ছিলেন। এই মহান নেতার নামে জনপ্রশাসন পদকের নামকরণের মধ্য দিয়ে পদকটির গুরুত্ব ও মর্যাদায় বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে দেওয়া পদকের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর মতো দেশপ্রেম ও দায়িত্বশীলতা সঞ্চারিত হলেই এ পদক প্রদানের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমি মনে করি।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকায় সরকারের লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় অভিষিক্ত করেছে। ধারাবাহিক কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসা, সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নসহ সকল অর্জনে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

দেশের যে-কোনো দুর্যোগ ও সংকটে সরকারি কর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে থাকেন। করোনা মহামারির সময়ে আক্রান্ত ও দুস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণে এবং করোনা টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরা তার নজির দেখেছি। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্থিরতার কারণে (রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে) জটিল বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। অর্জিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ধরে রাখা এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক রাখা- এখনকার সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। একটি স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র ও সহনশীল সমাজ গঠনে সরকারি কর্মচারীদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানাই।

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষ্যে আমি সকল সরকারি কর্মচারীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২৩ প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ও বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২৩ প্রদান অনুষ্ঠানের কর্মযজ্ঞে ও এর সফল বাস্তবায়নে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

'সবার আগে সুশাসন, জনসেবায় উদ্ভাবন'

স্মার্ট বাংলাদেশ, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কিছু প্রস্তাব

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ পর্ব শেষে আবারও নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারের লক্ষ্যের নাম 'স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন: ২০৪১'। আপাতদৃষ্টিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ একই প্রকৃতির রূপকল্প মনে হলেও ব্যাবহারিক ও ধারণাগত দৃষ্টিকোণ থেকে তা বেশ ভিন্ন। ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যম। অপরপক্ষে, স্মার্ট বাংলাদেশ হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী সুসংহত পরিমার্জিত রূপ, যা মূলত সরকারি সেবা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে স্মার্টভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস, যেখানে সকল ধরনের ন্যায্য জনঅধিকার পূর্বের তুলনায় অধিকতর সক্ষমতার সঙ্গে নিশ্চিত করার মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে। মূলত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার প্রয়াসই হলো স্মার্ট বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব অর্জন করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক চেইন, আইওটি, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবোটিকস, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের মতো ক্ষেত্রগুলোয় জোর দিতে হবে। এর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এ প্রবন্ধে কিছু প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে।

২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি টেকসই ও উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ "Striving to Realize the Ideals of My Father" শিরোনামে লেখা প্রবন্ধে। তিনি প্রবন্ধটিতে গুরুত্ব আরোপ করেছেন কীভাবে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সাতটি সমস্যার মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা যায়, কীভাবে দেশ ও জাতিকে একটি স্মার্ট স্তরে উন্নীত করা যায়; যেখানে দেশ নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, স্বৈরাচার, সন্ত্রাসবাদ এবং চরমপন্থার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে। সর্বোপরি, সকলের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে। ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অনুপ্রেরণাদায়ী একটি ঘোষণা। এ ঘোষণা সমাজের সকল শ্রেণি, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় সবচেয়ে বেশি। সে ঘোষণার প্রায় ১৩ বছর পর ৭ এপ্রিল ২০২২ বাংলাদেশ যখন আরেকটি যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, ঠিক তখনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় দিলেন 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারণা। ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন, আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে তিনি বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিকতম পদক্ষেপ হলো 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠন। তিনি আরও বলেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ৪টা ভিত্তি ঠিক করা হয়েছে- (১) স্মার্ট সিটিজেন (২) স্মার্ট ইকোনমি (৩) স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং (৪) স্মার্ট সোসাইটি'।

(১) স্মার্ট সিটিজেন : এই স্তম্ভটির লক্ষ্য থাকবে বাংলাদেশের জনগণকে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে মননে ও মেধায় ক্ষমতায়িত করা। ২০৪১ সালের বাংলাদেশের নাগরিককে সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের এবং অর্থনীতির প্রাণশক্তি হিসেবে গড়ে তোলাই হলো স্মার্ট সিটিজেন ধারণা বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(২) স্মার্ট ইকোনমি : বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে উদ্ভাবনীমূলক, যেখানে বাংলাদেশ শিল্প প্রযুক্তি বিপ্লবের অগ্রভাগে নেতৃত্ব দেবে, বিশেষ করে বস্ত্র, তৈরি পোশাক, হালকা প্রকৌশলসহ কৃষি খাতসমূহে। এই খাতসমূহ একটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি শক্তিশালী তথ্য ও প্রযুক্তি শিল্প গড়ে তুলবে।

(৩) স্মার্ট গভর্নমেন্ট : ২০৪১ সালের সরকার ব্যবস্থা হবে অনেকটা 'অদৃশ্য সরকার ব্যবস্থা'। মানুষ যে-কোনো ধরনের সেবা পাবে কোনো ধরনের মানুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ব্যতীত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, জননিরাপত্তা, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত সেবাসমূহ হবে সম্পূর্ণ পেপারলেস।

(৪) স্মার্ট সোসাইটি : স্মার্ট সোসাইটি বলতে মূলত অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে বোঝাবে যেখানে সমাজের সকল শ্রেণির নাগরিক ও টেকসই জীবনযাত্রা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রযুক্তিগত সহনশীলতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি মানবিক বিষয়াদি নাগরিকদের মধ্যে প্রোথিত থাকবে। স্মার্ট সোসাইটির জীবনযাত্রা হবে স্থিতিশীল, প্রাণোচ্ছল যার চালিকাশক্তি আসবে একটি সমন্বিত প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্ম হতে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে উদ্যোগ : ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠনের পাশাপাশি একটি নির্বাহী কমিটিও গঠিত হয়েছে, যারা 'স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করবেন। টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির কর্মপরিধিতে বলা হয়েছে, 'স্মার্ট বাংলাদেশ' কার্যকর রূপান্তরে স্বল্প-মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা নেওয়া, আইন ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি এবং সকল পর্যায়ে তা কার্যকররকরণে দিকনির্দেশনা দেবে এ কমিটি। বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক করা হয়েছে। গবেষণা-উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহ দেওয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমির মধ্যে নেটওয়ার্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর 'শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' গত ৬ জুলাই, ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বর্তমানে সারাদেশে ৯২টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ৬৪ জেলায় 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপন করা হচ্ছে, যার মধ্যে তিনটি প্রকল্প অনুমোদিত এবং আরও ৩৪টি জেলায় এটি স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আগামী প্রজন্মকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে এবং ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ও রোবোটিকস সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা দিতে ৩০০টি স্কুল অব ফিউচার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ভিত্তি হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ইতোমধ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' মডিউল আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে সরকারের এই উদ্যোগের সঙ্গে নবীন সরকারি কর্মকর্তাগণ তাঁদের কর্মজীবনের প্রারম্ভেই পরিচিত হতে পারেন এবং মাঠ প্রশাসনে গিয়ে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। জনপ্রশাসনে কর্মরত সকল কর্মকর্তার ডেটাবেজ-সংবলিত Government Employee Management System (GEMS) সফটওয়্যারের কাজ চলমান, যা সম্পন্ন হলে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন আরও বেশি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা-অনুযায়ী জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা কাজ করে যাচ্ছেন।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে জনপ্রশাসন : সেবাদানের ক্ষেত্রে এর প্রায়োগিক তাৎপর্য :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ অনুযায়ী সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দক্ষ, সেবামুখী, কল্যাণধর্মী ও দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য। জনপ্রশাসন অন্য যে-কোনো সময়ের তুলনায় অধিক জনবান্ধব ও সেবামুখী।

জনসেবা দানের ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহ জনবান্ধবরূপে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই এই প্রক্রিয়ার মুখ্য উপজীব্য। জনপ্রশাসনের সদস্য কর্তৃক জনসাধারণকে শিক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যসেবার ও জননিরাপত্তার মতো মৌলিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তা খুঁজে বের করাই জনপ্রশাসনের প্রাথমিক লক্ষ্য।

সোজা কথায় বলতে গেলে ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি), রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) ব্যবহার করে কীভাবে সেবাগ্রহীতাদের সেবার মান উন্নত করা যায়, সেবা প্রাপ্তির সময়, খরচ এবং সেবা গ্রহণে সরকারি অফিসে বারবার আসা-যাওয়া কমানোসহ বর্তমানে প্রচলিত সেবা প্রদানের ঘাটতিসমূহ মোকাবিলা করা যায়, তা নির্ধারণ করা জরুরি। যুগের চাহিদা মোকাবিলায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আবির্ভাবের কারণে নিত্যনতুন পণ্য উদ্ভাবনে ও জনসেবা প্রদানে নতুন সম্ভাবনার দ্বারও উন্মুক্ত হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি কর্মচারীদের যে পাঁচটি দক্ষতা প্রয়োজন :

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে কার্যকরভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য পাঁচটি দক্ষতা যথা: (ক) প্রযুক্তিগত জ্ঞান, (খ) উচ্চ মানের ডেটা ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, (গ) জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে কর্মসম্পাদন, (ঘ) বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং (ঙ) উদার ও তীক্ষ্ম ধীশক্তি সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ভবিষ্যৎ প্রস্তাব :

ডিজিটাইজেশনের প্রায়োগিক অর্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্বয়ংক্রিয়তা। আর এ স্বয়ংক্রিয়তার বাস্তবভিত্তিক, মানসম্পন্ন, জনচাহিদাভিত্তিক, দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহারের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা যায় :

প্রস্তাব-১ : উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ : ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ। সে উন্নত দেশ হতে গেলে পণ্য বা সেবা তা যাই হোক না কেন কম খরচে অধিক উৎপাদনে মনোযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহ Diminishing Return To Scale (ক্রম হ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন)-এর পাল্ল